দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

143

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে

"শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড"। উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি বড় হতে পারে না। তাই শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রয়োজন সঠিক সময়। আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৩ সনের ডিগ্রী পরীক্ষার্থী। এ পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ২৯ ডিসেম্বর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রত্যেক বৎসর ইংরেজী ভাষা পরীক্ষাটা শেষে হয়েছে। কিন্তু এর ব্যতিক্রম দেখা গেছে গত পরীক্ষায়। এতে করে পূর্ব পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও অনেক ছাত্রই পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল করতে পারেনি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি এ বিষয়টি বিবেচনা করে ইংরেজী ভাষা পরীক্ষাটা সকল বিষয়ের শেষে নেবার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে আমার মত অনেক ছাত্রই উপকৃত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

তাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে আমার অনুরোধ, যেন ইংরেজী ভাষা পীরক্ষাটা সব শেষে এবং অন্ততঃপক্ষে ১৫/২০ দিন ফাঁক দিয়ে নেওয়া হয়।

—আ,স,ম; সামাদুল ইসলাম,
হাজী আসমত কলে, ভৈরব,
কিশোরগঞ্জ।

॥ ২ ॥

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর অধীনে এ বছরের ডিগ্রী পরীক্ষা ২৯শে ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে। কিন্তু গত '৯২ পরীক্ষা যেটা অনুষ্ঠিত হলো '৯৩-তে তার রেজাল্ট এখনও কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করতে পারেননি। এ অবস্থায় আমরা বুঝতে পারছি না যে, কর্তৃপক্ষ কি করে ২৯শে ডিসেম্বর পরীক্ষা শুরু করবেন? '৯২-রে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা অকৃতকার্য হবে তাদের পরীক্ষা কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিবেন না, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিবেন? এ ব্যাপারে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমরা এখনও জানতে পারিনি। যদি ঢাকা বিশ্বরিদ্যালয় অকৃতকার্যদের পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার দায়িত্ব নেন তাহলে এটা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, কোন মতেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পর ছাড়া নেওয়া সম্ভব নয়। এবং এটা অত্যন্ত আলোচ্য বিষয় যে ৯২'র অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীরা কেনইবা এ বছরের নিয়মিত পরীক্ষার পর পরীক্ষা দিবে এবং এ ধরনের দৃষ্টান্ত আর আছে বলে মনে হয় না। কার্যতঃ শুধু দায়িত্ব সম্পন্ন বড় কথা নয়; ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা ও অসুবিধার কথা চিন্তা করতে হবে। ছাত্রদের সার্বিক কৃতকার্যতার কথা সকলের ভাবা উচিত। ডিগ্রী পরীক্ষায় একবার অকৃতকার্য হলে পুন পরীক্ষা দেওয়ার মত পরিস্থিতি শতকরা আশিজন ছাত্ররই থাকে না। সুতরাং এমত পরিস্থিতিতে ২৯শে ডিসেম্বরের পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়ে এ উভয় পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা একই সাথে নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জোর অনুরোধ করছি।

এসএম মহিউদ্দিন,
নলটোনা, বরগুণা।

॥ ৩ ॥

আমরা ১৯৯৩-তে অনুষ্ঠিতব্য বিএ স্নাতক পরীক্ষার্থী। আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে আমাদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বলে প্রাথমিক খবরে জানা গেছে। তাই আমাদের সমস্যাজড়িত কিছু বক্তব্য কর্তৃপক্ষ সমীপে পেশ করছি। সম্মানিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে সবিনয় অনুরোধ থাকবে, যেন তারা আমাদের সমস্যাগুলো যথাযথভাবে বিবেচনা করেন। আমাদের সমস্যা হলো, আমরা ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের কারণে এইচএসসি পরীক্ষা দেরীতে দেই। ফলে, ডিগ্রীতে ভর্তি হতেও অনেক দেরী হয়। কিন্তু পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে অনেক আগে। ফলে, দুই বছরের কোর্স আমাদের দেড় বছরেরও কম সময়ের মধ্যে শেষ করতে হচ্ছে। কিন্তু দেড় বছরের মধ্যে বন্ধের জন্য সব মিলে ৫/৬ মাস ক্লাস হয়েছে। তাই এ অল্প সময়ের মধ্যে সব বিষয়ে প্রস্তুতি নেয়া খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাছাড়া, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, সমাজ কল্যাণ, দর্শন ইত্যাদি বিষয় এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, ১০/১২টা প্রশ্ন শিখে পরীক্ষার হলের বারান্দায় উঠাই দুঃসাহসিক কাজ। আবার বেশী প্রশ্ন শিখলেও সমস্যা। কারণ ১ রাতের ভিতর রিভাইজ দেয়া যায় মাত্র গোটা কয়েক প্রশ্ন। আবার প্রায় ছাত্র-ছাত্রীর দেখা যায়, পর পর ৬টা পরীক্ষা হয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের কতটা কষট্খহয়, তা একবার ভেবে দেখা উচিত। পরীক্ষার আগেই আমরা রিভাইজের জন্য সময়ের সাথে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। ফলে, ভাল পরীক্ষা দেয়ার মত সুস্থ মন-মানসিকতা থাকে না। পরীক্ষার সময়সূচীর পরিবর্তন বা সময়সীমা বাড়ানো, এ অনুরোধ আমি করব না। কিন্তু আমার অনুরোধ রইল, যাতে প্রতিটি পরীক্ষার মাঝে অন্ততঃ ৩ দিন করে বন্ধ দেয়া হয়। তাহলে আমরা হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী শান্তিপূর্ণ ও সুস্থ মন-মানসিকতা নিয়ে পরীক্ষা দিতে পারব। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের সমস্যা সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করবেন ও যথাযথ সমাধান প্রদান করবেন।

—কুমকুম চৌধুরী,
সরকারী বৃন্দাবন কলেজ,
হবিগঞ্জ।